হিজর	AlHijr	أَلْحِجْر
পরম করুণাময় ও অসিম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি	In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
1. আলিফ-লা-ম-রা; এগুলো পরিপূর্ণ গ্রন্থ ও সুস্পষ্ট কোরআনের আয়াত।	1. Alif. Lam. Ra. These are the verses of the Book and a clear Quran.	الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿١﴾
2. কোন সময় কাফেররা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, কি চমৎকার হত, যদি তারা মুসলমান হত।	2. Perhaps those who disbelieve will wish if they were Muslims.	رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ﴿٢﴾
3. আপনি ছেড়ে দিন তাদেরকে, খেয়ে নিক এবং ভোগ করে নিক এবং আশায় ব্যাপৃত থাকুক। অতি সত্বর তারা জেনে নেবে।	3. Leave them to eat and enjoy, and let false hope distract them. Soon they will come to know.	ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٣﴾
4. আমি কোন জনপদ ধবংস করিনি; কিন্তু তার নির্দিষ্ট সময় লিখিত ছিল।	4. And We did not destroy any township but that for it there was a known decree.	وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ ﴿٤﴾
5. কোন সম্প্রদায় তার নির্দিষ্ট সময়ের অগ্রে যায় না এবং পশ্চাতে থাকে না।	5. Any nation will not precede its term, nor will they ever postpone it.	مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ﴿٥﴾

6. তারা বললঃ হে ঐ ব্যক্তি, যার প্রতি কোরআন নাযিল হয়েছে, আপনি তো একজন উম্মাদ।	6. And they say: "O you upon whom the admonition has been sent down, surely you are indeed a mad man."	وَ قَالُوۡا یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡ نُزِّلَ عَلَیۡہِ الذِّکۡرُ اِنَّکَ لَمَجۡنُوۡنٌ ؕ﴿۶﴾
7. যদি আপনি সত্যবাদী হন, তবে আমাদের কাছে ফেরেশতাদেরকে আনেন না কেন?	7. Why do you not bring to us the angels if you are among the truthful.	لَوۡ مَا تَاۡتِیۡنَا بِالۡمَلٰٓئِکَۃِ اِنۡ کُنۡتَ مِنَ الصّٰدِقِیۡنَ ﴿۷﴾
8. আমি ফেরেশতাদেরকে একমাত্র ফায়সালার জন্যেই নাযিল করি। তখন তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে না।	8. We do not send down the angels except with truth, and they (the disbelievers) would not then be reprieved.	مَا نُنَزِّلُ الۡمَلٰٓئِکَۃَ اِلَّا بِالۡحَقِّ وَ مَا کَانُوۡۤا اِذًا مُّنۡظَرِیۡنَ ﴿۸﴾
9. আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।	9. Certainly We, It is We who have sent down the admonition (the Quran), and certainly We are indeed its guardian.	اِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا الذِّکۡرَ وَ اِنَّا لَہٗ لَحٰفِظُوۡنَ ﴿۹﴾
10. আমি আপনার পূর্বে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের মধ্যে রসূল প্রেরণ করেছি।	10. And surely, We sent (messengers) before you (O Muhammad) among the factions of the former people.	وَ لَقَدۡ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبۡلِکَ فِیۡ شِیَعِ الۡاَوَّلِیۡنَ ﴿۱۰﴾
11. ওদের কাছে এমন কোন রসূল আসেননি, যাদের সাথে ওরা ঠাট্টাবিদ্রূপ করতে থাকেনি।	11. And never came to them any messenger except that they did ridicule him.	وَ مَا یَاۡتِیۡہِمۡ مِّنۡ رَّسُوۡلٍ اِلَّا کَانُوۡا بِہٖ یَسۡتَہۡزِءُوۡنَ ﴿۱۱﴾
12. এমনিভাবে আমি এ ধরনের আচরণ পাপীদের অন্তরে বদ্ধমূল করে দেই।	12. Thus do We make it enter into the hearts of the criminals.	کَذٰلِکَ نَسۡلُکُہٗ فِیۡ قُلُوۡبِ الۡمُجۡرِمِیۡنَ ﴿ۙ۱۲﴾

13. ওরা এর প্রতি বিশ্বাস করবে না। পূর্ববর্তীদের এমন রীতি চলে আসছে।	13. They would not believe in it, and indeed the example of the former people has gone before.	لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٣﴾
14. যদি আমি ওদের সামনে আকাশের কোন দরজাও খুলে দেই আর তাতে ওরা দিনভর আরোহণ ও করতে থাকে।	14. And (even) if We opened to them a gate from the heaven and they continued therein to ascend.	وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ ﴿١٤﴾
15. তবুও ওরা একথাই বলবে যে, আমাদের দৃষ্টির বিভ্রাট ঘটানো হয়েছে না বরং আমরা যাদুগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।	15. They would say: "Our eyes have only been dazzled. Nay, but we are a people bewitched."	لَقَالُوْٓا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ ﴿١٥﴾
16. নিশ্চয় আমি আকাশে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছি এবং তাকে দর্শকদের জন্যে সুশোভিত করে দিয়েছি।	16. And indeed, We have set within the heaven mansions of stars, and We have beautified it for the beholders.	وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿١٦﴾
17. আমি আকাশকে প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে নিরাপদ করে দিয়েছি।	17. And We have guarded it from every accursed devil.	وَحَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ﴿١٧﴾
18. কিন্তু যে চুরি করে শুনে পালায়, তার পশ্চাদ্ধাবন করে উজ্জ্বল উল্কাপিন্ড।	18. Except him who steals the hearing (eavesdrop), he is then pursued by a clear flaming fire.	اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٨﴾
19. আমি ভু-পৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেছি এবং তার উপর পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তাতে প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিতভাবে উৎপন্ন করেছি।	19. And the earth, We have spread it out, and We have placed therein firm mountains, and We have caused to grow therein of all	وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ ﴿١٩﴾

	kinds of things in due proportion.	
20. আমি তোমাদের জন্যে তাতে জীবিকার উপকরন সৃষ্টি করছি এবং তাদের জন্যেও যাদের অন্নদাতা তোমরা নও।	20. And We have made for you therein means of livelihood, and (for) those for whom you are not providers.	وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ ﴿٢٠﴾
21. আমার কাছে প্রত্যেক বস্তুর ভান্ডার রয়েছে। আমি নির্দিষ্ট পরিমানেই তা অবতরণ করি।	21. And there is not anything, but that with Us are its treasuries. And We do not send it down except in a known measure.	وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗٓ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٢١﴾
22. আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু পরিচালনা করি অতঃপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, এরপর তোমাদেরকে তা পান করাই। বস্তুতঃ তোমাদের কাছে এর ভান্ডার নেই।	22. And We send the winds fertilizing, then We send down water from the sky, then We give you drink from it. And you are not the guardians of its stores.	وَاَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ وَمَآ اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِيْنَ ﴿٢٢﴾
23. আমিই জীবনদান করি, মৃত্যুদান করি এবং আমিই চুড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।	23. And certainly We, We it is who give life, and cause death, and We are the Inheritors.	وَ اِنَّا لَنَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَنَحْنُ الْوٰرِثُوْنَ ﴿٢٣﴾
24. আমি জেনে রেখেছি তোমাদের অগ্রগামীদেরকে এবং আমি জেনে রেখেছি পশ্চাদগামীদেরকে।	24. And certainly, We know the preceding (generations) among you, and certainly We know those who will come later.	وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِيْنَ ﴿٢٤﴾
25. আপনার পালনকর্তাই তাদেরকে একত্রিত করে আনবেন। নিশ্চয় তিনি	25. And indeed, your Lord, it is He who will gather them. Indeed,	وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ اِنَّهٗ

প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানময়।	He is All Wise, All Knowing.	حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٥﴾
26. আমি মানবকে পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি।	26. And indeed, We created man from sounding clay, from mud molded into shape.	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٢٦﴾
27. এবং জিনকে এর আগে লু এর আগুনের দ্বারা সৃজিত করেছি।	27. And the jinn, We had created before, from the fire of a scorching wind.	وَالْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ﴿٢٧﴾
28. আর আপনার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদেরকে বললেনঃ আমি পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্ট একটি মানব জাতির পত্তন করব।	28. And when your Lord said to the angels: “Indeed I will create a man from sounding clay, from mud molded into shape.”	وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٢٨﴾
29. অতঃপর যখন তাকে ঠিকঠাক করে নেব এবং তাতে আমার রূহ থেকে ফুঁক দেব, তখন তোমরা তার সামনে সেজদায় পড়ে যেয়ো।	29. “So when I have fashioned him and have breathed into him of My Spirit, then fall down, to him in prostration.”	فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ﴿٢٩﴾
30. তখন ফেরেশতারা সবাই মিলে সেজদা করল।	30. So the angels fell prostrate, all of them together.	فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ﴿٣٠﴾
31. কিন্তু ইবলীস-সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হতে স্বীকৃত হল না।	31. Except Iblis. He refused to be with those who prostrated.	اِلَّآ اِبْلِيْسَ اَبٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ﴿٣١﴾
32. আল্লাহ বললেনঃ হে ইবলিস, তোমার কি হলো যে তুমি সেজদাকারীদের	32. He (Allah) said: “O Iblis, what is (matter) with you that	قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ

অন্তর্ভূক্ত হতে স্বীকৃত হলে না?	you are not with those who prostrate.”	مَعَ السّٰجِدِيْنَ ﴿٣٢﴾
33. বললঃ আমি এমন নই যে, একজন মানবকে সেজদা করব, যাকে আপনি পচা কর্দম থেকে তৈরী ঠনঠনে বিশুষ্ক মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।	33. He said: “Never would I prostrate to a man whom You created from sounding clay, from mud molded into shape.”	قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٣٣﴾
34. আল্লাহ বললেনঃ তবে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। তুমি বিতাড়িত।	34. He (Allah) said: “Then get out from here. Indeed, you are rejected.”	قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ﴿٣٤﴾
35. এবং তোমার প্রতি ন্যায় বিচারের দিন পর্যন্ত অভিসম্পাত।	35. “And indeed, the curse shall be upon you until the Day of Recompense.”	وَاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٣٥﴾
36. সে বললঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন।	36. He said: “My Lord, then reprieve me until the day they will be resurrected.”	قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿٣٦﴾
37. আল্লাহ বললেনঃ তোমাকে অবকাশ দেয়া হল।	37. He (Allah) said: “So indeed, you are of those reprieved.”	قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿٣٧﴾
38. সেই অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।	38. “Until the Day of the appointed time.”	اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ﴿٣٨﴾
39. সে বললঃ হে আমার পলনকর্তা, আপনি যেমন আমাকে পথ ভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথ ভ্রষ্ট করে দেব।	39. He said: “My Lord, because You have sent me astray, I shall indeed adorn (the path of error) for them on the earth, and I shall indeed mislead them all.”	قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٣٩﴾

40. আপনার মনোনীত বান্দাদের ব্যতীত।	40. "Except your sincere slaves among them."	اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٤٠﴾
41. আল্লাহ বললেনঃ এটা আমা পর্যন্ত সোজা পথ।	41. He said: "This is the path to Me, (leading) straight."	قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيْمٌ ﴿٤١﴾
42. যারা আমার বান্দা, তাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই; কিন্তু পথভ্রান্তদের মধ্য থেকে যারা তোমার পথে চলে।	42. "Certainly My slaves, you shall have no authority over them, except those who may follow you from among the misguided."	اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ﴿٤٢﴾
43. তাদের সবার নির্ধারিত স্থান হচ্ছে জাহান্নাম।	43. "And certainly, Hell is the promised place for them all."	وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٤٣﴾
44. এর সাতটি দরজা আছে। প্রত্যেক দরজার জন্যে এক একটি পৃথক দল আছে।	44. "There are seven gates in it. To each gate, a portion of them has been designated."	لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ ﴿٤٤﴾
45. নিশ্চয় খোদাভীরুরা বাগান ও নির্ঝরিনীসমূহে থাকবে।	45. Indeed, the righteous will be amidst gardens and springs.	اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٤٥﴾
46. বলা হবেঃ এগুলোতে নিরাপত্তা ও শান্তি সহকরে প্রবেশ কর।	46. (It will be said): "Enter therein, in peace, security."	اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ اٰمِنِيْنَ ﴿٤٦﴾
47. তাদের অন্তরে যে ক্রোধ ছিল, আমি তা দূর করে দেব। তারা ভাই ভাইয়ের মত সামনা-সামনি আসনে বসবে।	47. And We shall remove whatever is in their breasts of resentment. As brothers, (they will rest) on raised couches, facing each other.	وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿٤٧﴾
48. সেখানে তাদের মোটেই কষ্ট হবে না এবং	48. No fatigue shall touch them therein,	لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ

তারা সেখান থেকে বহিস্কৃত হবে না।	nor shall they be driven out of it.	مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ ﴿٤٨﴾
49. আপনি আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল দয়ালু।	49. Inform (O Muhammad) to My slaves that I am the Oft Forgiving, the Most Merciful.	نَبِّئْ عِبَادِيْٓ اَنِّيْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٤٩﴾
50. এবং ইহাও যে, আমার শাস্তিই যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।	50. And that My punishment, it is the painful punishment.	وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ ﴿٥٠﴾
51. আপনি তাদেরকে ইব্রাহীমের মেহমানদের অবস্থা শুনিয়ে দিন।	51. And inform them about Abraham's guests.	وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ ﴿٥١﴾
52. যখন তারা তাঁর গৃহে আগমন করল এবং বললঃ সালাম। তিনি বললেনঃ আমরা তোমাদের ব্যাপারে ভীত।	52. When they entered upon him and said: "Peace." He said: "Indeed we are afraid of you."	اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ ﴿٥٢﴾
53. তারা বললঃ ভয় করবেন না। আমরা আপনাকে একজন জ্ঞানবান ছেলে-সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি।	53. They said: "Do not be afraid, indeed we give you good tidings of a boy possessing knowledge."	قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ﴿٥٣﴾
54. তিনি বললেনঃ তোমরা কি আমাকে এমতাবস্থায় সুসংবাদ দিচ্ছ, যখন আমি বার্ধক্যে পৌছে গেছি?	54. He said: Do you give me good tidings of (a son) when old age has overtaken me. Of what then do you give good tidings."	قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِيْ عَلٰٓى اَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ ﴿٥٤﴾
55. তারা বললঃ আমরা আপনাকে সত্য সু-সংবাদ দিচ্ছি! অতএব আপনি নিরাশ হবেন না।	55. They said: "We bring you good tidings in truth. So do not be of the despairing."	قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ ﴿٥٥﴾

56. তিনি বললেনঃ পালনকর্তার রহমত থেকে পথভ্রষ্টরা ছাড়া কে নিরাশ হয়?	56. He said: "And who despairs of the mercy of his Lord, except those who are astray."	قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ ﴿٥٦﴾
57. তিনি বললেনঃ অতঃপর তোমাদের প্রধান উদ্দেশ্য কি হে আল্লাহর প্রেরিতগণ?	57. He said: "What is then your business, O messengers."	قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٧﴾
58. তারা বললঃ আমরা একটি অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।	58. They said: "Indeed, we have been sent to a criminal people."	قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ﴿٥٨﴾
59. কিন্তু লূতের পরিবার-পরিজন। আমরা অবশ্যই তাদের সবাইকে বাঁচিয়ে নেব।	59. "Except the family of Lot. Indeed, we will save them all.	اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ؕ اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥٩﴾
60. তবে তার স্ত্রী। আমরা স্থির করেছি যে, সে থেকে যাওয়াদের দলভূক্ত হবে।	60. "Except his wife. We have decreed that she shall be of those who remain behind."	اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنَآ ۙ اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٦٠﴾
61. অতঃপর যখন প্রেরিতরা লূতের গৃহে পৌছল।	61. Then when the messengers came to the family of Lot.	فَلَمَّا جَآءَ اٰلَ لُوْطِ ۨ الْمُرْسَلُوْنَ ۙ ﴿٦١﴾
62. তিনি বললেনঃ তোমরা তো অপরিচিত লোক।	62. He said: "Indeed, you are people unknown (to me)."	قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ﴿٦٢﴾
63. তারা বললঃ না বরং আমরা আপনার কাছে ঐ বস্তু নিয়ে এসেছি, যে সম্পর্কে তারা বিবাদ করত।	63. They said: "But, we have brought to you that about which they have been in doubt."	قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ﴿٦٣﴾
64. এবং আমরা আপনার কাছে সত্য বিষয় নিয়ে	64. "And we have come to you with	وَ اَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا

এসেছি এবং আমরা সত্যবাদী।	truth, and indeed we are truthful.”	لَصٰدِقُوْنَ ﴿٦٤﴾
65. অতএব আপনি শেষরাত্রে পরিবারের সকলকে নিয়ে চলে যান এবং আপনি তাদের পশ্চাদনুসরণ করবেন না এবং আপনাদের মধ্যে কেউ যেন পিছন ফিরে না দেখে। আপনারা যেখানে আদেশ প্রাপ্ত হচ্ছেন সেখানে যান।	65. “So travel with your family in a part of the night, and you follow behind them. And let not anyone among you look back, and go on to where you are commanded.”	فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَّامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ ﴿٦٥﴾
66. আমি লূতকে এ বিষয় পরিজ্ঞাত করে দেই যে, সকাল হলেই তাদেরকে সমূলে বিনাশ করে দেয়া হবে।	66. And We conveyed to him this decree that the root of those (sinners) was to be cut off in the early morning.	وَقَضَيْنَآ اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ ﴿٦٦﴾
67. শহরবাসীরা আনন্দ-উল্লাস করতে করতে পৌছল।	67. And the people of the city came rejoicing.	وَجَآءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٦٧﴾
68. লূত বললেনঃ তারা আমার মেহমান। অতএব আমাকে লাঞ্ছিত করো না।	68. He (Lot) said: “Indeed, they are my guests. So do not humiliate me.”	قَالَ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ ضَيْفِيْ فَلَا تَفْضَحُوْنِ ﴿٦٨﴾
69. তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার ইযযত নষ্ট করো না।	69. “And fear Allah and do not disgrace me.”	وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ ﴿٦٩﴾
70. তার বললঃ আমরা কি আপনাকে জগৎদ্বাসীর সমর্থন করতে নিষেধ করিনি।	70. They said: “Have we not forbidden you from (guarding) people.”	قَالُوْٓا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٠﴾
71. তিনি বললেনঃ যদি তোমরা একান্ত কিছু	71. He said: “These are my daughters, if	قَالَ هٰٓؤُلَآءِ بَنٰتِيْٓ اِنْ كُنْتُمْ

করতেই চাও, তবে আমার কন্যারা উপস্থিত আছে।	you must be doing (so).”	فٰعِلِيْنَ ﴿٧١﴾
72. আপনার প্রাণের কসম, তারা আপন নেশায় প্রমত্ত ছিল।	72. By your life (O Muhammad), indeed, they were in their wild intoxication, wandering blindly.	لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿٧٢﴾
73. অতঃপর সূর্যোদয়ের সময় তাদেরকে প্রচন্ড একটি শব্দ এসে পাকড়াও করল।	73. Then the awful cry seized them at the time of sunrise.	فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ ﴿٧٣﴾
74. অতঃপর আমি জনপদটিকে উল্টে দিলাম এবং তাদের উপর কঙ্করের প্রস্তর বর্ষণ করলাম।	74. So We turned the highest (part) of it (city) to its lowest, and rained upon them stones of baked clay.	فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ﴿٧٤﴾
75. নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।	75. Indeed, in that are sure signs for those who, by signs, do understand.	اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ ﴿٧٥﴾
76. জনপদটি সোজা পথে অবস্থিত রয়েছে।	76. And indeed, they (the towns) are (situated) on an established road.	وَاِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ ﴿٧٦﴾
77. নিশ্চয় এতে ঈমানদারদের জন্যে নিদর্শণ আছে।	77. Indeed, in that is a sure sign for those who believe.	اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٧﴾
78. নিশ্চয় গহীন বনের অধিবাসীরা পাপী ছিল।	78. And indeed the dwellers in the wood were wrongdoers.	وَاِنْ كَانَ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ لَظٰلِمِيْنَ ﴿٧٨﴾
79. অতঃপর আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ	79. So We took vengeance on them. And indeed, both (towns) are	فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ

নিয়েছি। উভয় বস্তি প্রকাশ্য রাস্তার উপর অবস্থিত।	(located) on a clear highway.	مُّبِيْنٍ ﴿٧٩﴾
80. নিশ্চয় হিজরের বাসিন্দারা পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে।	80. And certainly, did the companions of AlHijr (Thamud) deny the messengers.	وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٨٠﴾
81. আমি তাদেরকে নিজের নিদর্শনাবলী দিয়েছি। অতঃপর তারা এগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।	81. And we gave them Our signs, but they turned away from them.	وَاٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٨١﴾
82. তারা পাহাড়ে নিশ্চিন্তে ঘর খোদাই করত।	82. And they used to carve dwellings from the mountains, feeling secure.	وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ ﴿٨٢﴾
83. অতঃপর এক প্রত্যুষে তাদের উপর একটা শব্দ এসে আঘাত করল।	83. So the awful cry seized them at the morning hour.	فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ﴿٨٣﴾
84. তখন কোন উপকারে আসল না যা তারা উপার্জন করেছিল।	84. So did not avail them that which they used to earn.	فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٤﴾
85. আমি নভোমন্ডল, ভুমন্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যা আছে তা তাৎপর্যহীন সৃষ্টি করিনি। কেয়ামত অবশ্যই আসবে। অতএব পরম ঔদাসীন্যের সাথে ওদের ক্রিয়াকর্ম উপক্ষো করুন।	85. And We have not created the heavens and the earth and all that is between them except with truth. And indeed, the Hour is surely coming, so forgive (O Muhammad), with a gracious forgiveness.	وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ﴿٨٥﴾
86. নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।	86. Indeed, your Lord, He is the Creator, All Knowing.	اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ﴿٨٦﴾

87. আমি আপনাকে সাতটি বার বার পঠিতব্য আয়াত এবং মহান কোরআন দিয়েছি।	87. And indeed, We have given you seven of the oft-repeated (verses) and the great Quran.	وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ﴿٨٧﴾
88. আপনি চক্ষু তুলে ঐ বস্তুর প্রতি দেখবেন না, যা আমি তাদের মধ্যে কয়েক প্রকার লোককে ভোগ করার জন্যে দিয়েছি, তাদের জন্যে চিন্তিত হবেন না আর ঈমানদারদের জন্যে স্বীয় বাহু নত করুন।	88. Do not extend your eyes ambitiously towards that which We have bestowed on different kinds of people of them (the disbelievers), nor grieve over them, and lower your wings (in kindness) for the believers.	لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٨﴾
89. আর বলুনঃ আমি প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শক।	89. And say: “Indeed, I am most certainly a clear warner.”	وَقُلْ اِنِّيْۤ اَنَا النَّذِيْرُ الْمُبِيْنُ ﴿٨٩﴾
90. যেমন আমি নাযিল করেছি যারা বিভিন্ন মতে বিভক্ত তাদের উপর।	90. Just as We had sent down on those who divided (scripture into fragments).	كَمَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ ﴿٩٠﴾
91. যারা কোরআনকে খন্ড খন্ড করেছে।	91. Those who have made the Quran into pieces.	الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ ﴿٩١﴾
92. অতএব আপনার পালনকর্তার কসম, আমি অবশ্যই ওদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করব।	92. So, by your Lord, We shall certainly question them all.	فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٢﴾
93. ওদের কাজকর্ম সম্পর্কে।	93. About what they used to do.	عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾
94. অতএব আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন যা	94. So proclaim that which you are	فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ

আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরওয়া করবেন না।	commanded, and withdraw from the idolaters.	الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٩٤﴾
95. বিদ্রুপকারীদের জন্যে আমি আপনার পক্ষ থেকে যথেষ্ট।	95. Indeed, We will suffice you against those who scoff.	اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ﴿٩٥﴾
96. যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করে। অতএব অতিসত্তর তারা জেনে নেবে।	96. Those who adopt, along with Allah, another god. Then soon they will come to know.	الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٩٦﴾
97. আমি জানি যে আপনি তাদের কথাবর্তায় হতোদ্যম হয়ে পড়েন।	97. And indeed, We know that your breast is straitened of what they say.	وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ﴿٩٧﴾
98. অতএব আপনি পালনকর্তার সৌন্দর্য স্মরণ করুন এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যান।	98. So glorify the praises of your Lord and be of those who prostrate themselves (to Him).	فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ﴿٩٨﴾
99. এবং পালনকর্তার এবাদত করুন, যে পর্যন্ত আপনার কাছে নিশ্চিত কথা না আসে।	99. And worship your Lord until there comes unto you the certainty (death).	وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ﴿٩٩﴾